রুদ্রদমনের অভিযান

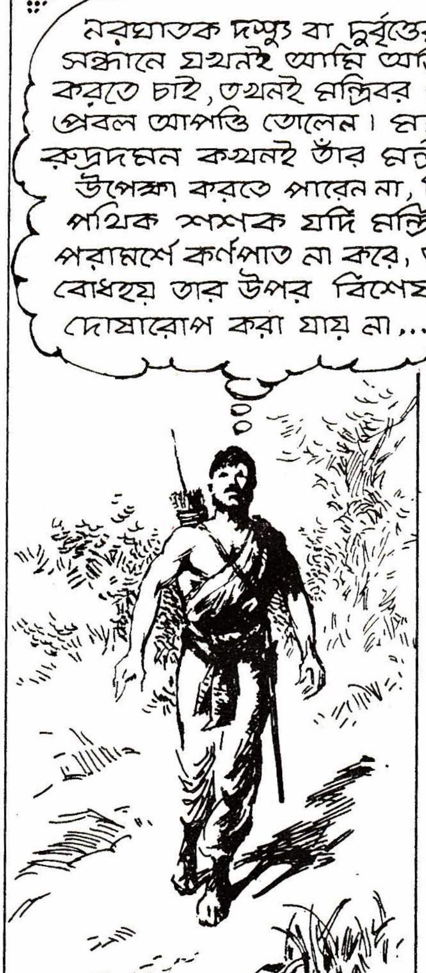

মহারাজ রুদ্রদমনের রাজত্বে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত বটে, কিন্তু প্রবাদবাক্য অনুসারে বাঘে-বলদে এক-ঘাটে কখনই জলপান করত না। বাঘের মতো মানুষগুলো সুযোগ পেলেই বলদসদৃশ মানুষের ঘাড় ভেঙে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করত এবং দ্বিপদ বলদের দল সাধ্য-অনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই করত প্রাণপণে; — অতএব **রাজ্যের স্থানে স্থানে শান্তিভঙ্গের ঘটনা ছিল অনিবার্য।** তবে প্রজাদের **শুভাশুভের** প্রতি সর্বদাই নিবদ্ধ থাকত **মহারাজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি** — অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হলে বেতন-ভোগী **কর্মচারীর** উপর নির্ভর না করে **স্বহস্তে** প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন শ্রাবস্তীর অধিপতি **মহারাজ রুদ্রদমন...**

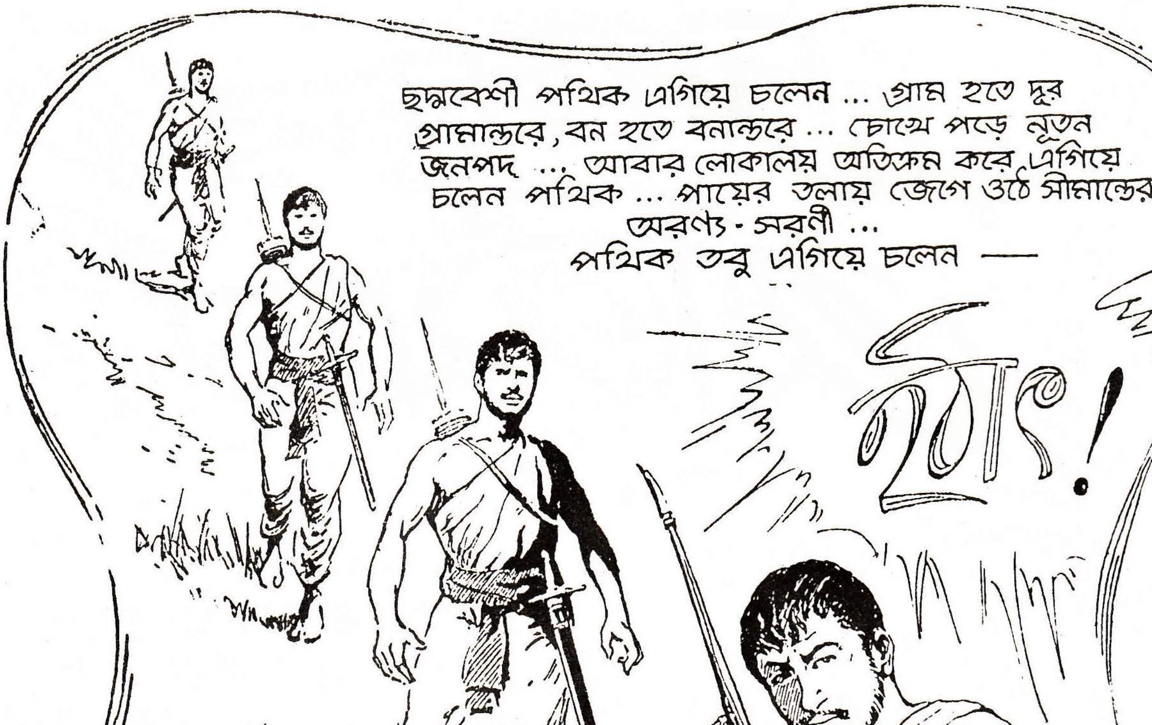
ছদ্মবেশী পথিক এগিয়ে চলেন ... গ্রাম হতে দূর গ্রামান্তরে, বন হতে বনান্তরে ... চোখে পড়ে নূতন জনপদ ... আবার লোকালয় অতিক্রম করে এগিয়ে চলেন পথিক ... পায়ের তলায় জেগে ওঠে সীমান্তের অরণ্য - সরণী ...
পথিক তবু এগিয়ে চলেন —
হঠাৎ!

ভয়ংকর কাণ্ড! লোকটির অজ্ঞাতসারে ওকে অনুসরণ করছে নরখাদক সিংহ! মানুষটাকে বাঁচাতে হবে..
ঘ্যক্-হগ্নগ্!
একি!
সর্বনাশ!
না, সর্বনাশ হয় নি!...
সর্বনাশ হয় নি, তবে হতে পারতো।
তুমিই শরনিক্ষেপ করেছ?

হ্যাঁ, আমিই শর নিক্ষেপ করে তোমার প্রাণরক্ষা করেছি, তবে সেইজন্য...
সেইজন্য আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র।
মূর্খ! নির্বোধ!
কী! কী বললে?
মূর্খ! নির্বোধ! পাষণ্ড!
আমি মূর্খ! আমি নির্বোধ!! আমি পাষণ্ড!!!
তুমি ধনুর্বাণ ব্যবহার করতে জানো না।
বুঝেছি ... তুমি ভাবছো, আহত সিংহ নিকটবর্তী লোকালয়ে উপদ্রব সৃষ্টি করতে পারে। আমি জানি আহত অবস্থায় সিংহ যখন বন্যপশু ধরতে পারে না, তখন সে নিকটস্থ লোকালয়ে গিয়ে গৃহপালিত পশু অথবা মানুষ ধরে উদরপূরণ করে। কিন্তু আমার বাণে আহত সিংহ কোন গ্রামের শান্তিভঙ্গ করার সুযোগ পাবে না - সিংহ শরাহত হয়েও পলায়ন করতে সমর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু বাণ তার মর্মভেদ করেছে; কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার মৃত্যু হবে।
তোমার অনুমান ভুল হতে পারে।
রক্তের চিহ্ন ধরে তুমি আহত সিংহকে অনুসরণ করছো? বৃদ্ধ! তুমি কি আত্মহত্যা করতে চাও?
না, আমি তাকে বাঁচাতে চাই। নিরপরাধ পশুর উপর প্রাণঘাতী আঘাত হেনেছ তুমি, কিন্তু...
কিন্তু আমি তার প্রাণরক্ষা করব। হয়তো — এখনও সময় আছে হয়তো — এখনও সে বাঁচতে পারে।

নরখাদক সিংহকে তুমি নিরপরাধ পশু বলছো? আমি স্বচক্ষে দেখেছি ঐ সিংহটা তোমাকে অনুসরণ করছিল — আমি শর নিক্ষেপ না করলে —
তুমি শর নিক্ষেপ না করলে বিপত্তি ঘটতো না ...
বনচারী সিংহ নরমাংসের স্বাদ না পেলে কখনও নরখাদক হয় না। আমার ঋষভ কোনদিন নরমাংস ভক্ষণ করে নি। আমাকে ও অনুসরণ করছিল — কারণ, ছায়ার মতো আমাকে অনুসরণ করতেই সে অভ্যস্ত...
আচ্ছা, চলি। রক্তের চিহ্ন ধরে যদি কিছুক্ষণের মধ্যে ঋষভকে খুঁজে পাই, তাহলে ওকে বাঁচাতে পারব।
আশ্চর্য! ঐ বন্য সিংহ লোকটির অনুগত!... তবে-তবে, এই কি সেই দুরাত্মা, যার সন্ধানে আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছি?
অরর!
আমি এসেছি। ঋষভ! ভয় নেই।...
আঘাত মারাত্মক বটে, কিন্তু ভয়ের কারণ নেই। যে পাতার রস ও লতার সাহায্যে ক্ষতস্থান আরোগ্য করে ঋষভকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব, সেই বনজ উদ্ভিদ কোথায় পাওয়া যায় আমি জানি ...
ঋষভ! তুমি এখন আমার কুটিরে বিশ্রাম নাও। বনের মধ্যে অন্যান্য হিংস্র পশুর দ্বারা আক্রান্ত হলে তুমি এখন আত্মরক্ষা করতে পারবে না - বুঝেছ?
ওফ্!

ঋষভ! আমার এই কুটিরে তুমি নির্ভয়ে বিশ্রাম নিতে পারো...
এখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না।
ঠক! ঠক!
ঠক! ঠক!
কে? বদ্ধ দ্বারে আঘাত করে কে?
গরর-হুলল!
কে?...উত্তর নেই কেন?...বুঝেছি, তুমি কর্বুর, আবার আমাকে বিরক্ত করতে এসেছ!...বলেছি তো, তোমার প্রস্তাবে আমি সম্মত নই...তবুও দ্বারে আঘাত করছ?...দাঁড়াও, দ্বার খুলছি —
ঠক! ঠক!
গরর!
একি! তুমি!
দয়া করে বর্শাটা নামাও। আমি কর্বুর নই।

কবুর নামক জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে তোমার বিশেষ সদ্‌ভাব নেই বুঝতে পারছি;— তা, সেই মানুষটি কে?
তোমার তাতে প্রয়োজন?
গরর-হনন!
সাবধান!
আহ্‌-উননন!
!

এই ব্যক্তি যেমন কৌশলী, তেমনই ক্ষিপ্র ও বলবান । অতবড় সিংহটাকে এমন দ্রুত ধরে আছাড় মারল যে জন্তুটা দাঁত কিংবা নখ ব্যবহার করার সুযোগই পেল না!
... কিন্তু আর নয়, এখন বাধা না দিলে বিপদ ঘটতে পারে।
সিংহটাকে হত্যা করার ইচ্ছা নেই — কিন্তু জন্তুটা আক্রমণের উদ্যোগ করছে ...
অতএব, অবিলম্বে অসি কোষমুক্ত করে প্রস্তুত হওয়া উচিত।
গরর্!
আহ্-উনন্!
আহ্-উনন্!
অনন: রয়!
উনন্!
রয়?
আশ্চর্য! বৃদ্ধের কণ্ঠভেদ করে নির্গত হচ্ছে অবিকল সিংহের গর্জন -ধ্বনি ... মনে হচ্ছে, সিংহটাকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছে এই বৃদ্ধ!

উনন্‌ং রফ্‌!
রফ্‌ফ্‌ং অনন্‌!
লোকটি সিংহের সঙ্গে কথা বলছে!
তরবারি কোষবদ্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো... ভয় পেও না, ঋষভ তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাচ্ছে।
উত্তম প্রস্তাব।
রফ্‌ং নন্‌!
তুমি নবাগত। এই অঞ্চলে এসেছ কেন? আমার কুটিরেই বা তোমার আগমনের হেতু কি?
শরাঘাতে আহত সিংহের পরিণাম দেখতে চেয়েছিলাম। রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করে তোমার কুটিরে উপস্থিত হয়েছি...
এবং সবিস্ময়ে দেখছি আহত পশুটি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তুমি বলেছিলে বটে সময় পেলে আহত সিংহকে তুমি রক্ষা করতে সমর্থ। কিন্তু সে কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। বাণ যার মর্মভেদ করেছে, সেই মৃত্যুপথযাত্রী পশু বেঁচে উঠল কোন্‌ মন্ত্রবলে?
মন্ত্রবলে নয়, ঔষধের গুণে। বনজ উদ্ভিদের মধ্যে এমন লতাপাতা শিকড়-বাকড় আছে, যার প্রয়োগবিধি জানলে মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহেও জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনা যায়। বিশেষ একধরনের শিকড় ও লতার রস ক্ষতস্থানে লাগিয়ে আহত সিংহটিকে আমি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছি...
কিন্তু তুমি কে? এই নির্জন অরণ্যে তুমি কেন এসেছ? তোমাকে দেখে তো মৃগয়াজীবী ব্যাধ বলে মনে হয় না — কে তুমি?
আমি ব্যাধ নই।

তুমি কি নও, সে কথা আমি জানতে চাই নি, তুমি 'কে', এবং 'কি', তাই জানতে চাই আমি।
আমি রাজপ্রতিনিধি : নাম, শশক।
রাজপ্রতিনিধি! এই বিজন বনে রাজার প্রতিনিধি কি চায়?
আমি জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।
বিশিষ্ট ব্যক্তি! এই অরণ্যে!!... ঐ ব্যক্তির নাম কি?
নাম তার ঘাতক! আশা করি নামটি তোমার অপরিচিত নয়।
নরখাদক সিংহ যার আদেশ পালন করে অনুগত ভৃত্যের মতো, সীমান্তের পথচারী বণিক যার ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত. দুর্ধর্ষ অনার্য-যোদ্ধা যার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করে না, সেই অমানুষিক মানুষের নাম —
ঘাতক

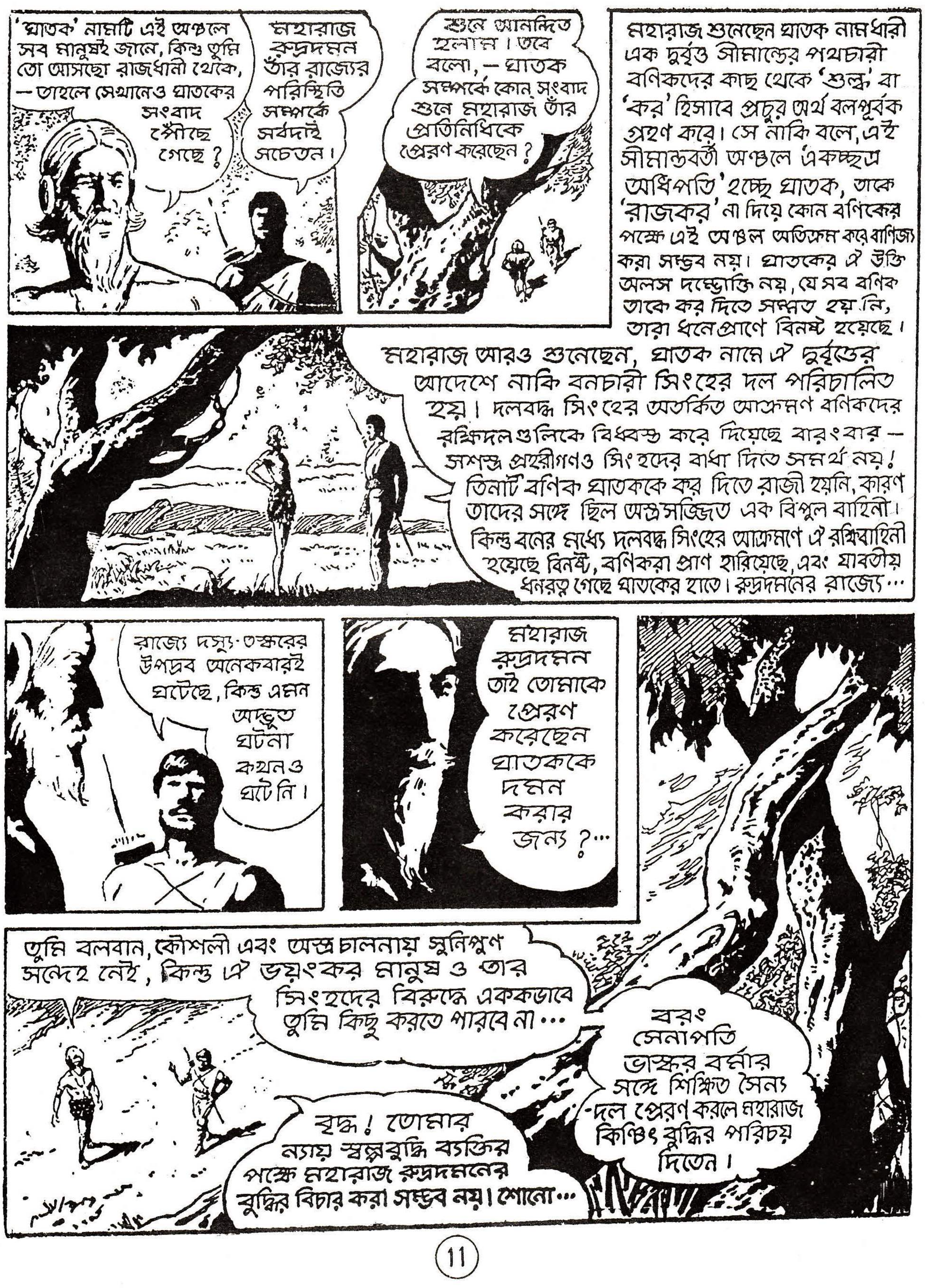
'ঘাতক' নামটি এই অঞ্চলে সব মানুষই জানে, কিন্তু তুমি তো আসছো রাজধানী থেকে, —তাহলে সেখানেও ঘাতকের সংবাদ পৌঁছে গেছে?
মহারাজ রুদ্রদমন তাঁর রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন।
শুনে আনন্দিত হলাম। তবে বলো, —ঘাতক সম্পর্কে কোন সংবাদ শুনে মহারাজ তাঁর প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেছেন?
মহারাজ শুনেছেন ঘাতক নামধারী এক দুর্বৃত্ত সীমান্তের পথচারী বণিকদের কাছ থেকে 'শুল্ক' বা 'কর' হিসাবে প্রচুর অর্থ বলপূর্বক গ্রহণ করে। সে নাকি বলে, এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একচ্ছত্র অধিপতি' হচ্ছে ঘাতক, তাকে 'রাজকর' না দিয়ে কোন বণিকের পক্ষে এই অঞ্চল অতিক্রম করে বাণিজ্য করা সম্ভব নয়। ঘাতকের ঐ উক্তি অলস দম্ভোক্তি নয়, যে সব বণিক তাকে কর দিতে সম্মত হয় নি, তারা ধনেপ্রাণে বিনষ্ট হয়েছে।
মহারাজ আরও শুনেছেন, ঘাতক নামে ঐ দুর্বৃত্তের আদেশে নাকি বনচারী সিংহের দল পরিচালিত হয়। দলবদ্ধ সিংহের অতর্কিত আক্রমণ বণিকদের রক্ষিদলগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে বারংবার — সশস্ত্র প্রহরীগণও সিংহদের বাধা দিতে সমর্থ নয়! তিনটি বণিক ঘাতককে কর দিতে রাজী হয়নি, কারণ তাদের সঙ্গে ছিল অস্ত্রসজ্জিত এক বিপুল বাহিনী। কিন্তু বনের মধ্যে দলবদ্ধ সিংহের আক্রমণে ঐ রক্ষিবাহিনী হয়েছে বিনষ্ট, বণিকরা প্রাণ হারিয়েছে, এবং যাবতীয় ধনরত্ন গেছে ঘাতকের হাতে। রুদ্রদমনের রাজ্যে···
রাজ্যে দস্যু-তস্করের উপদ্রব অনেকবারই ঘটেছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত ঘটনা কখনও ঘটে নি।
মহারাজ রুদ্রদমন তাই তোমাকে প্রেরণ করেছেন ঘাতককে দমন করার জন্য?···
তুমি বলবান, কৌশলী এবং অস্ত্রচালনায় সুনিপুণ সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐ ভয়ংকর মানুষ ও তার সিংহদের বিরুদ্ধে এককভাবে তুমি কিছু করতে পারবে না···
বরং সেনাপতি ভাস্কর বর্মার সঙ্গে শিক্ষিত সৈন্য-দল প্রেরণ করলে মহারাজ কিঞ্চিৎ বুদ্ধির পরিচয় দিতেন।
বৃদ্ধ! তোমার ন্যায় স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে মহারাজ রুদ্রদমনের বুদ্ধির বিচার করা সম্ভব নয়। শোনো···

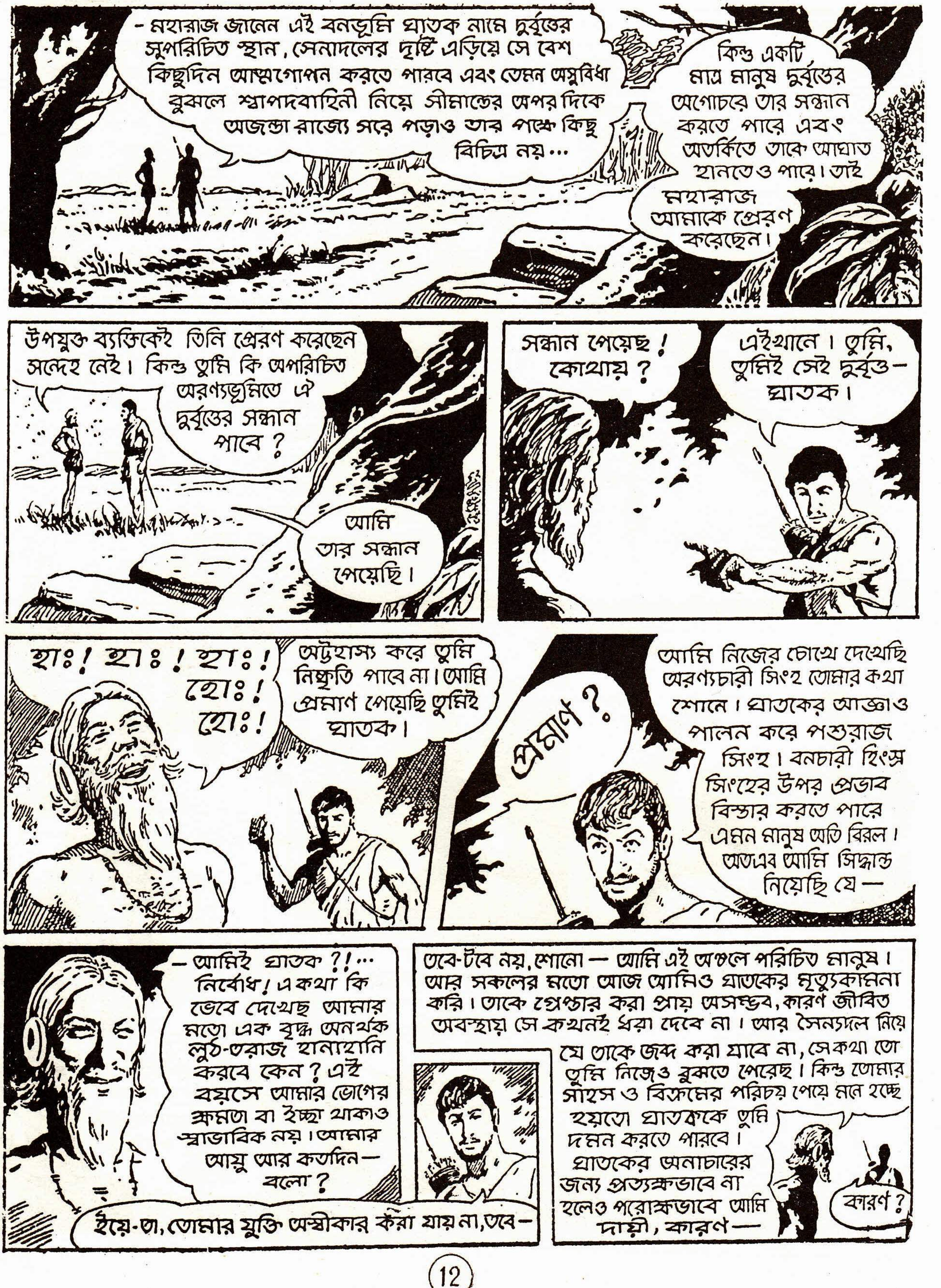
– মহারাজ জানেন এই বনভূমি ঘাতক নামে দুর্বৃত্তের সুপরিচিত স্থান, সেনাদলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করতে পারবে এবং তেমন অসুবিধা বুঝলে শ্বাপদবাহিনী নিয়ে সীমান্তের অপর দিকে অজন্তা রাজ্যে সরে পড়াও তার পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়…
কিন্তু একটি, মাত্র মানুষ দুর্বৃত্তের অগোচরে তার সন্ধান করতে পারে এবং অতর্কিতে তাকে আঘাত হানতেও পারে। তাই
মহারাজ আমাকে প্রেরণ করেছেন।
উপযুক্ত ব্যক্তিকেই তিনি প্রেরণ করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি কি অপরিচিত অরণ্যভূমিতে ঐ দুর্বৃত্তের সন্ধান পাবে?
আমি তার সন্ধান পেয়েছি।
সন্ধান পেয়েছ! কোথায়?
এইখানে। তুমি, তুমিই সেই দুর্বৃত্ত— ঘাতক।
হাঃ! হাঃ! হাঃ! হোঃ! হোঃ!
অট্টহাস্য করে তুমি নিষ্কৃতি পাবে না। আমি প্রমাণ পেয়েছি তুমিই ঘাতক।
প্রমাণ?
আমি নিজের চোখে দেখেছি অরণ্যচারী সিংহ তোমার কথা শোনে। ঘাতকের আজ্ঞাও পালন করে পশুরাজ সিংহ। বনচারী হিংস্র সিংহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন মানুষ অতি বিরল। অতএব আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে—
—আমিই ঘাতক?!… নির্বোধ! এ কথা কি ভেবে দেখেছ আমার মতো এক বৃদ্ধ অনর্থক লুঠ-তরাজ হানাহানি করবে কেন? এই বয়সে আমার ভোগের ক্ষমতা বা ইচ্ছা থাকাও স্বাভাবিক নয়। আমার আয়ু আর কতদিন— বলো?
ইয়ে-তা, তোমার যুক্তি অস্বীকার করা যায় না, তবে—
তবে-টবে নয়, শোনো— আমি এই অঞ্চলে পরিচিত মানুষ। আর সকলের মতো আজ আমিও ঘাতকের মৃত্যুকামনা করি। তাকে গ্রেপ্তার করা প্রায় অসম্ভব, কারণ জীবিত অবস্থায় সে কখনই ধরা দেবে না। আর সৈন্যদল নিয়ে যে তাকে জব্দ করা যাবে না, সেকথা তো তুমি নিজেও বুঝতে পেরেছ। কিন্তু তোমার সাহস ও বিক্রমের পরিচয় পেয়ে মনে হচ্ছে হয়তো ঘাতককে তুমি দমন করতে পারবে। ঘাতকের অনাচারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমি দায়ী, কারণ—
কারণ?

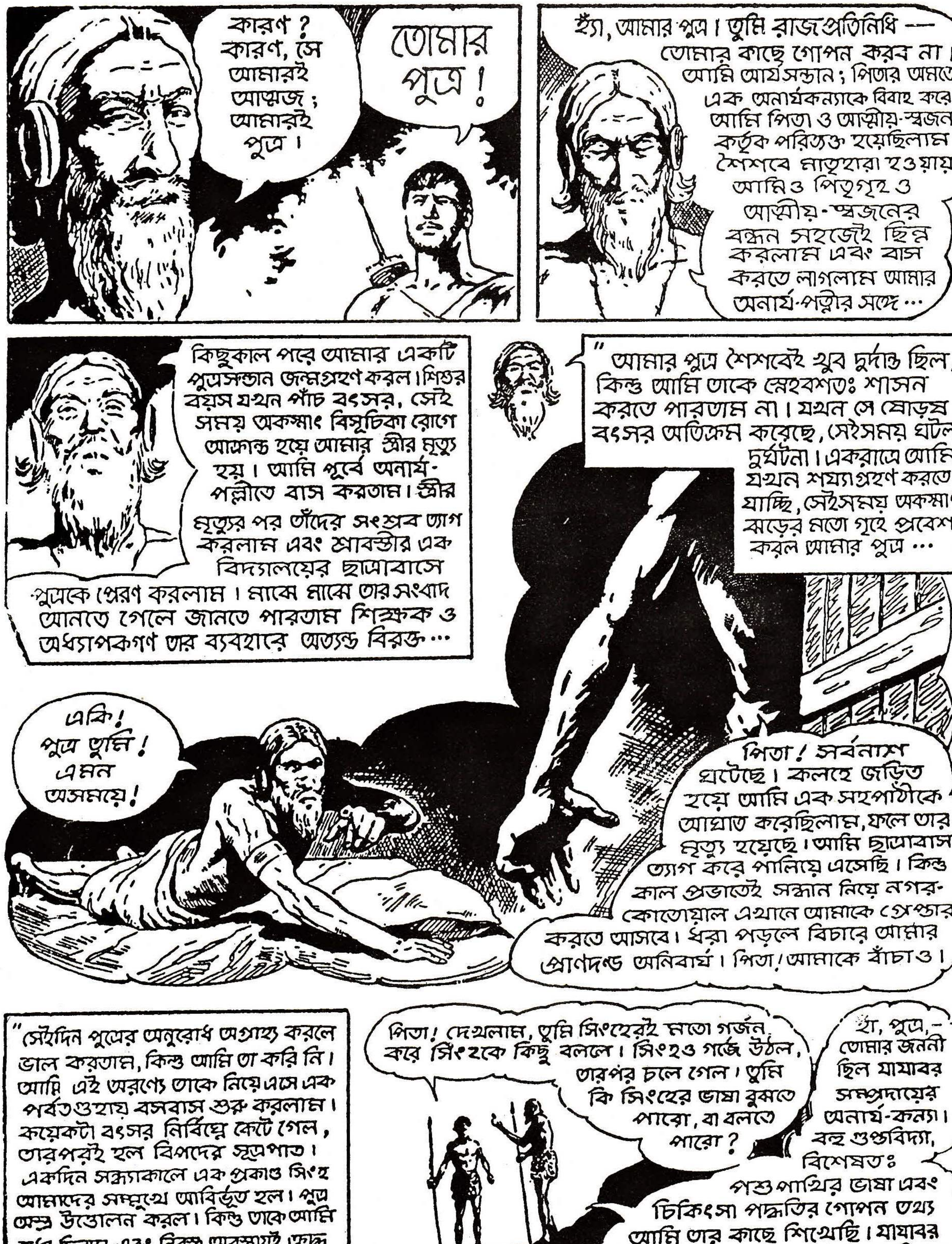

কারণ ? কারণ, সে আমারই আত্মজ ; আমারই পুত্র ।
তোমার পুত্র !
হ্যাঁ, আমার পুত্র । তুমি রাজপ্রতিনিধি — তোমার কাছে গোপন করব না । আমি আর্যসন্তান ; পিতার অমতে এক অনার্যকন্যাকে বিবাহ করে আমি পিতা ও আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলাম । শৈশবে মাতৃহারা হওয়ায় আমিও পিতৃগৃহ ও আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন সহজেই ছিন্ন করলাম এবং বাস করতে লাগলাম আমার অনার্য-পত্নীর সঙ্গে …
কিছুকাল পরে আমার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল । শিশুর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময় অকস্মাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয় । আমি পূর্বে অনার্য-পল্লীতে বাস করতাম । স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁদের সংস্রব ত্যাগ করলাম এবং শ্রাবস্তীর এক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে পুত্রকে প্রেরণ করলাম । মাঝে মাঝে তার সংবাদ আনতে গেলে জানতে পারতাম শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ তার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত …
"আমার পুত্র শৈশবেই খুব দুর্দান্ত ছিল, কিন্তু আমি তাকে স্নেহবশতঃ শাসন করতে পারতাম না । যখন সে ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করেছে, সেইসময় ঘটল দুর্ঘটনা । একরাত্রে আমি যখন শয্যাগ্রহণ করতে যাচ্ছি, সেইসময় অকস্মাৎ ঝড়ের মতো গৃহে প্রবেশ করল আমার পুত্র …
একি ! পুত্র তুমি ! এমন অসময়ে !
পিতা ! সর্বনাশ ঘটেছে । কলহে জড়িত হয়ে আমি এক সহপাঠীকে আঘাত করেছিলাম, ফলে তার মৃত্যু হয়েছে । আমি ছাত্রাবাস ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছি । কিন্তু কাল প্রভাতেই সন্ধান নিয়ে নগর-কোতোয়াল এখানে আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসবে । ধরা পড়লে বিচারে আমার প্রাণদণ্ড অনিবার্য । পিতা ! আমাকে বাঁচাও ।
"সেইদিন পুত্রের অনুরোধ অগ্রাহ্য করলে ভাল করতাম, কিন্তু আমি তা করি নি । আমি এই অরণ্যে তাকে নিয়ে এসে এক পর্বতগুহায় বসবাস শুরু করলাম । কয়েকটা বৎসর নির্বিঘ্নে কেটে গেল, তারপরই হল বিপদের সূত্রপাত । একদিন সন্ধ্যাকালে এক প্রকাণ্ড সিংহ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হল । পুত্র অস্ত্র উত্তোলন করল । কিন্তু তাকে আমি বাধা দিলাম এবং নিরস্ত্র অবস্থায়ই ক্রুদ্ধ সিংহকে শান্ত করলাম । পুত্র প্রশ্ন করল …
পিতা ! দেখলাম, তুমি সিংহেরই মতো গর্জন করে সিংহকে কিছু বললে । সিংহও গর্জে উঠল, তারপর চলে গেল । তুমি কি সিংহের ভাষা বুঝতে পারো, বা বলতে পারো ?
হ্যাঁ, পুত্র, — তোমার জননী ছিল যাযাবর সম্প্রদায়ের অনার্য-কন্যা । বহু গুপ্তবিদ্যা, বিশেষতঃ পশুপাখির ভাষা এবং চিকিৎসা পদ্ধতির গোপন তথ্য আমি তার কাছে শিখেছি । যাযাবর জাতির কোন কোন মানুষ ঐসব গুপ্তবিদ্যার অধিকারী হয়, প্রিয়জন ছাড়া গোপন বিদ্যা তারা দান করে না ।

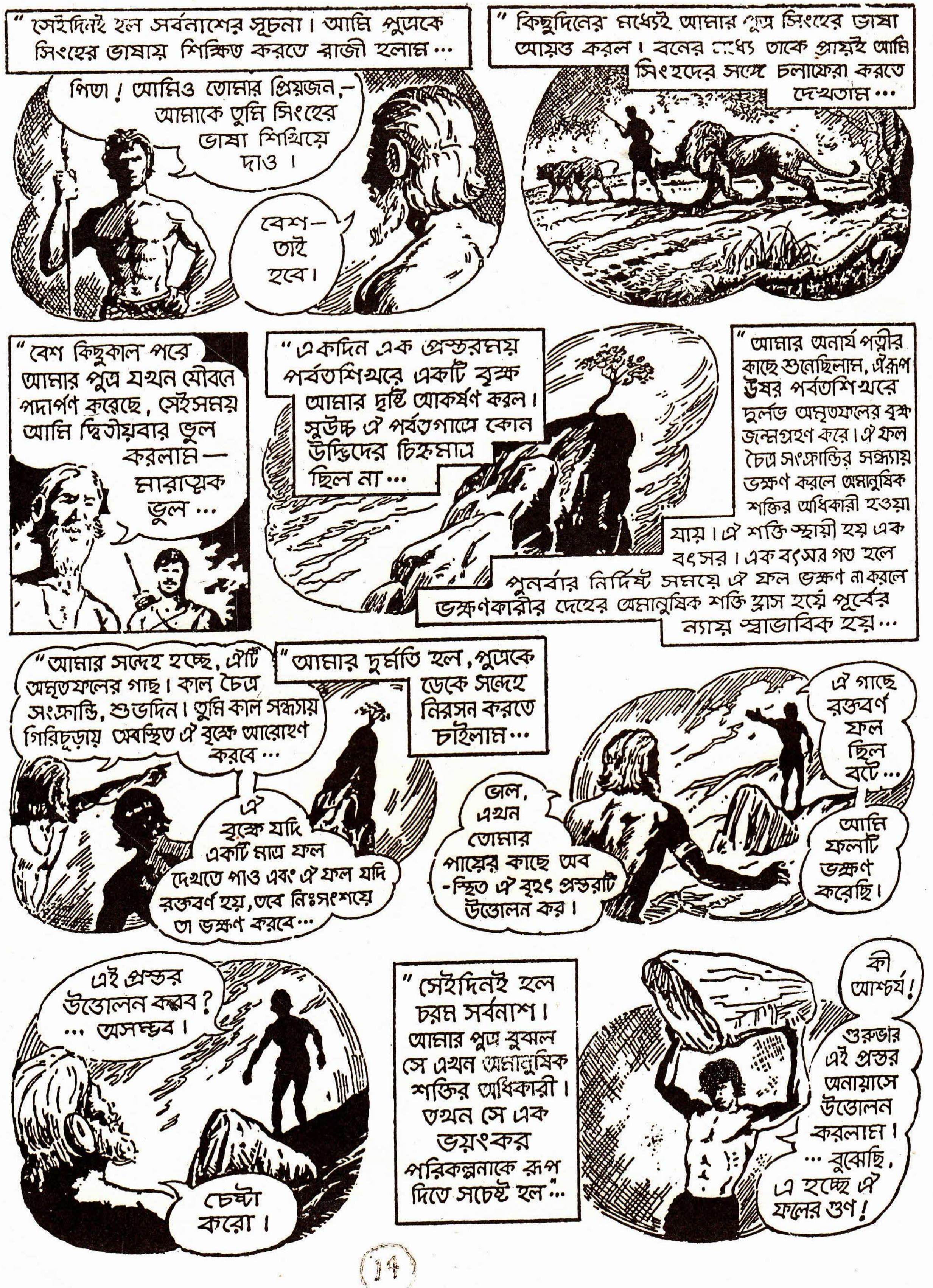
"সেইদিনই হল সর্বনাশের সূচনা। আমি পুত্রকে সিংহের ভাষায় শিক্ষিত করতে রাজী হলাম...
পিতা! আমিও তোমার প্রিয়জন,— আমাকে তুমি সিংহের ভাষা শিখিয়ে দাও।
বেশ— তাই হবে।
" কিছুদিনের মধ্যেই আমার পুত্র সিংহের ভাষা আয়ত্ত করল। বনের মধ্যে তাকে প্রায়ই আমি সিংহদের সঙ্গে চলাফেরা করতে দেখতাম...
"বেশ কিছুকাল পরে আমার পুত্র যখন যৌবনে পদার্পণ করেছে, সেইসময় আমি দ্বিতীয়বার ভুল করলাম— মারাত্মক ভুল...
"একদিন এক প্রস্তরময় পর্বতশিখরে একটি বৃক্ষ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সুউচ্চ ঐ পর্বতগাত্রে কোন উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র ছিল না...
"আমার অনার্য পত্নীর কাছে শুনেছিলাম, ঐরূপ ঊষর পর্বতশিখরে দুর্লভ অমৃতফলের বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করে। ঐ ফল চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যায় ভক্ষণ করলে অমানুষিক শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। ঐ শক্তি স্থায়ী হয় এক বৎসর। এক বৎসর গত হলে পুনর্বার নির্দিষ্ট সময়ে ঐ ফল ভক্ষণ না করলে ভক্ষণকারীর দেহের অমানুষিক শক্তি হ্রাস হয়ে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হয়...
"আমার সন্দেহ হচ্ছে, ঐটি অমৃতফলের গাছ। কাল চৈত্র সংক্রান্তি, শুভদিন। তুমি কাল সন্ধ্যায় গিরিচূড়ায় অবস্থিত ঐ বৃক্ষে আরোহণ করবে...
ঐ বৃক্ষে যদি একটি মাত্র ফল দেখতে পাও এবং ঐ ফল যদি রক্তবর্ণ হয়, তবে নিঃসংশয়ে তা ভক্ষণ করবে...
"আমার দুর্মতি হল, পুত্রকে ডেকে সন্দেহ নিরসন করতে চাইলাম...
ঐ গাছে রক্তবর্ণ ফল ছিল বটে...
আমি ফলটি ভক্ষণ করেছি।
ভল, এখন তোমার পায়ের কাছে অব -স্থিত ঐ বৃহৎ প্রস্তরটি উত্তোলন কর।
এই প্রস্তর উত্তোলন করব? ... অসম্ভব।
চেষ্টা করো।
"সেইদিনই হল চরম সর্বনাশ। আমার পুত্র বুঝল সে এখন অমানুষিক শক্তির অধিকারী। তখন সে এক ভয়ংকর পরিকল্পনাকে রূপ দিতে সচেষ্ট হল"...
কী আশ্চর্য!
গুরুভার এই প্রস্তর অনায়াসে উত্তোলন করলাম। ... বুঝেছি, এ হচ্ছে ঐ ফলের গুণ!

শশক! তুমি হয়তো জানো না, বনচারী সিংহদের মধ্যে যে দলপতি থাকে, তাকে দ্বৈরথ যুদ্ধে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হয় বারংবার। যে কোন সময়ে যে কোন সিংহ দলপতিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারে।
আমি মৃগয়া করেছি বহুবার। সিংহ-চরিত্র আমার অজ্ঞাত নয়। অনর্থক কালহরণ না করে যা বলছিলে তাই বলো।
তবে শোনো — একদিন সন্ধ্যাকালে সিংহের সমবেত গর্জিত কণ্ঠ আমাকে চমকিত করে তুলল। পূর্বেই বলেছি সিংহের ভাষা আমার পরিচিত - আমি বুঝলাম আসন্ন দ্বৈরথ যুদ্ধে সিংহদের দলপতি নির্বাচিত হবে, তাই বনভূমিকে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করে জেগে উঠেছে বহু কেশরীর গর্জিত কণ্ঠে ঐকতান সঙ্গীত। আমি ঐ দুর্লভ দৃশ্য পুত্রকে দেখাব বলে তার সন্ধান করলাম — কিন্তু তাকে পেলাম না। অরণ্য-নাটকের এমন চমকপ্রদ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য বারবার হয় না, তাই একাকী শব্দ লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম…
" কিছুক্ষণের মধ্যেই অকুস্থলে পৌঁছে গেলাম এবং স্তম্ভিত নেত্রে দেখলাম সিংহদের দলপতিকে দ্বৈরথ রণে আহ্বান করেছে আমার পুত্র! পুত্রের জীবনহানি আশঙ্কা করে আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম, কিন্তু তখন আর বাধা দেওয়া সম্ভব ছিল না। একটি উচ্চভূমির উপর থেকে আমি দ্বিপদ ও শ্বাপদের ভয়ংকর দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিরীক্ষণ করতে লাগলাম কম্পিত বক্ষে …
"আমি অনর্থক উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম. সিংহের চাইতেও ক্ষিপ্রবেগে আমার পুত্র আঘাত হানল প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহে …
"এবং কিছুক্ষণ পরেই পরাজিত দলপতি ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করল …"

সেইদিন থেকে অরণ্যবাসী সমস্ত সিংহের দলপতি হল আমার পুত্র। সেই ভয়ংকর শ্বাপদবাহিনী নিয়ে সে শুরু করল লুঠ-তরাজ। সীমান্তের অপর দিকে অবস্থিত অজন্তা রাজ্যে গিয়ে সে মাঝে মাঝে আমোদ-প্রমোদে অর্থব্যয় করতো, তারপর আবার অর্থের প্রয়োজন হলেই চলে আসতো শ্রাবস্তীর সীমানায়…
"বারংবার নিষেধ করেও তাকে আমি পাপকার্য থেকে নিবৃত্ত করতে পারি নি। একদিন তাকে এক বণিকের প্রহরীদলের বিরুদ্ধে সিংহদের পরিচালিত করতে দেখলাম — সে মুখোস পরিহিত হয়ে শাণিত কুঠার হস্তে তার শ্বাপদবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিল…
"সেই দৃশ্য দেখে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল…
নরাধম! আজ হতে আমি তোর সংস্রব ত্যাগ করলাম। ঘাতকের ন্যায় কুঠার হস্তে তুই যথেচ্ছ বিচরণ কর — আমার নিকট কখনও আসবি না।
বেশ, — আজ হতে আমি 'ঘাতক' নামই গ্রহণ করলাম।
পর্বতগুহা ত্যাগ করে আমি নিম্নভূমিতে এসে কুটির নির্মাণ করলাম। পরাজিত সিংহ-দলপতি আমার সঙ্গে এল, কারণ, দলে তার স্থান ছিল না। অবশ্য ঐ সিংহটির সঙ্গে আমার পূর্বে সদ্‌ভাব ছিল। যাক সে কথা, পুত্রের কথাই বলি, — আমি তার সংস্রব ত্যাগ করলেও সে আমাকে ছাড়তে চাইল না…
বণিকদের প্রহরী ও অনার্য যোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে যে সব সিংহ ভয়ানক ভাবে আহত হতো, আমার পুত্র তাদের চিকিৎসা করে নিরাময় করার জন্যে আমাকে বারংবার অনুরোধ করতো — বলাই বাহুল্য যে, তার অনুরোধে কখনই আমি কর্ণপাত করতাম না।
আমি যখন তোমার কুটির-দ্বারে করাঘাত করেছিলাম, তখন বোধহয় তুমি পুত্র মনে করে একটি নামে সম্বোধন করেছিলে। ঐ নাম —
চুপ করো। জন্মের পর যে নামকরণ তার হয়েছিল, সেই নাম মুছে গেছে. এখন সে 'ঘাতক'।

পুত্র হলেও সে আজ মানবজাতির শত্রু। পিতা হয়ে আমি তার মৃত্যুকামনা করি। শশক! আজ চৈত্র-সংক্রান্তি। এখন অপরাহ্ন, একটু পরে সন্ধ্যাকালে পূর্বোক্ত পর্বত শিখরে অবস্থিত বৃক্ষ থেকে অমৃতফল আহরণ করতে যাবে আমার পুত্র। আমি তোমাকে সেই পর্বত দেখিয়ে দিচ্ছি। যদি ঘাতককে ধরতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে আসতে পারো। এক বৎসর আগে ভক্ষিত অমৃতফলের গুণ এখন ফুরিয়ে গেছে। এখনই তাকে গ্রেপ্তার করার উপযুক্ত সময়। তবে মনে রেখো ঘাতকের নিজস্ব দৈহিক ক্ষমতাও কম নয়। সে মল্লযুদ্ধে ও অস্ত্রচালনায় সুনিপুণ। তাকে ধরতে গেলে প্রাণহানি ঘটতে পারে। বলো, তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে?
নিশ্চয়।
সন্ধ্যা যখন আগত…
দাঁড়াও ঘাতক!
কে!
কে!?
ঘাতক! রাজার আদেশে তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করতে এসেছি। এই মুহূর্তে যদি কটিতে আবদ্ধ কুঠার পর্বতের নীচে ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ না করো, তাহলে আমার বাণ তোমার কণ্ঠভেদ করবে।
কে তুমি?
আমি রাজপ্রতিনিধি…
না, না, বাণ ছুঁড়ো না…
আমি কুঠার ফেলে দিলাম।
তুমি কি আমার সন্ধান — ওকি! সাবধান!
সাবধান! তোমার পিছনে উদ্যতফণা সর্প!
সর্প! কোথায়?
এইখানে!

ওফ্!
কণ্ঠনালীতে আঘাত পেয়ে লোকটির শ্বাসরুদ্ধ হয়েছে...
লোকটি ভীষণ বলবান। অন্য মানুষ হলে কণ্ঠনালী ভেঙ্গে যেত। কিন্তু ও এখনই সামলে উঠবে। সেই সুযোগ ওকে দেব না। এই পাথরটা দিয়ে...
ওর মাথা ভাঙ্গব।
আ-আ-আ!
পৃথিবী থেকে একটা পাপ বিদায় নিল। রাজদ্বারে ওকে উপস্থিত করে বিচারে ঘাতকের দণ্ডবিধান করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হল না। আশ্চর্য...
কিন্তু আশ্চর্য মানুষ ঐ বৃদ্ধ! মানুষের কল্যাণের জন্য আপন সন্তানের প্রাণবলি দিতেও সে ইতস্তত: করে নি। প্রজা হলেও এমন মানুষ রাজার নমস্য।
উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তিস্থাপন করে ছদ্মবেশী পথিক ফিরে গেলেন রাজধানীতে পুনরায় নরপতির ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য — সুতরাং বর্তমান কাহিনী এখানেই শেষ।